দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 29 JAN 2013
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

প্রাপ্ত নম্বর ও পয়েন্টের ভিত্তিতে পরীক্ষার্থীর মেধা যাচাই করুন

বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণী/বিভাগ প্রদানের বিষয়টি অতি প্রাচীনতম রীতি। বোর্ড/ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যারা পাস করে তাদের মেধাকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করার রীতিটি প্রাচীনতম হলেও সেটা যে বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিসঙ্গত নয় তা নির্দ্বিধায় বলা যায়। ৫৯৯ নম্বর প্রাপ্ত ১ জন দ্বিতীয় বিভাগ/ শ্রেণীধারী ছাত্র এবং ৬০০ নম্বর প্রাপ্ত ১জন প্রথম বিভাগ/ শ্রেণীধারী পরীক্ষার্থীর মধ্যে বাহ্যত মেধা পার্থক্য ১ নম্বর। অনুরূপভাবে ৪৪৯ নম্বর প্রাপ্ত ১ জন তৃতীয় বিভাগ/ শ্রেণীধারী ছাত্র এবং ৪৫০ নম্বর প্রাপ্ত ১ জনক দ্বিতীয় বিভাগ/ শ্রেণীধারী ছাত্রের মধ্যে মেধা পার্থক্যও ১ নম্বর। ওই ১ নম্বর কম/ বেশী হওয়ার কারণে বিভাগ/ শ্রেণী পার্থক্য ঘটে যায়। কোন পরীক্ষকের নিকট উত্তরপত্র মূল্যায়নের জন্য এমন কোন বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ব্যবহারের ব্যবস্থা নেই যাতে করে শতকরা ১০০ ভাগ নির্ভুল এবং সঠিকভাবে উত্তরপত্র মূল্যায়ন করে পরীক্ষার্থীর মেধার প্রকৃত মূল্যায়ন করা সম্ভব। অনেকটা ইচ্ছার সরলতা এবং অনুমানের উপর ভিত্তি করেই পরীক্ষকগণ উত্তরপত্র মূল্যায়ন করে থাকেন। একই মেধার দুইজন পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্র একই সময়ক্ষণে পরীক্ষণ সত্ত্বেও দু'জনের প্রাপ্ত নম্বরের মধ্যে ২/৫ নম্বর কম-বেশি হয়ে যেতে পারে। এ অবস্থায় ১ নম্বর বেশী পেয়ে প্রথম বিভাগ/ দ্বিতীয় বিভাগ প্রাপ্ত ছাত্রকে বেশী মেধাবী না বলে ভাগ্যবান বলা যেতে পারে এবং ১ নম্বর কম পেয়ে প্রথম বিভাগ/ দ্বিতীয় বিভাগ থেকে বঞ্চিত হওয়াটাকে দুর্ভাগ্যজনক বলাই সঙ্গত। তাই প্রাপ্ত বিভাগের উপর ভিত্তি করে পরীক্ষার্থীদের মেধা যাচাই ও মূল্যায়ন না করে প্রাপ্ত নম্বর এবং পয়েন্টের ভিত্তিতে মেধা যাচাইয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত এবং বৈজ্ঞানিক। পাবলিক পরীক্ষার যে কোন ১ টিতে তৃতীয় শ্রেণী থাকলে কোন বেসরকারী স্কুল-কলেজে নিয়োগের জন্য আবেদন করতে পারবে না বলে যে ধারণা জন্মেছে তা আদৌ ঠিক নয়। বিগত সরকারের আমলে শিক্ষক নেতৃবৃন্দ এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মধ্যে যে এম ও ইউ স্বাক্ষরিত হয়েছে তাতে পাবলিক পরীক্ষার যে কোন একটিতে তৃতীয় শ্রেণী প্রাপ্তদের নিয়োগ না দেয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। কোন সামর্থ্যবান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তৃতীয় শ্রেণীপ্রাপ্ত প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ দান করলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কোন আপত্তি থাকার কথা নয়। শিক্ষা অধিদপ্তরের এমপিওভুক্তি ছাড়াও নিয়োগকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যে কোন শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দান করতে পারেন। একজন ছাত্র চারটি দ্বিতীয় বিভাগ/ শ্রেণী পেয়েছে এবং তার প্রাপ্ত নম্বর ১৭০০, অপর একজন ছাত্র ২টি প্রথম শ্রেণী, ১টি দ্বিতীয় শ্রেণী এবং ১টি তৃতীয় শ্রেণী পেয়ে মোট নম্বর পেয়েছে ২১০০। প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে বিচার করলে দ্বিতীয় ছাত্রটি অধিকতর মেধাবী বলে বিবেচিত হবার কথা।

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় সমীপে বিশেষ অনুরোধ, পরীক্ষার্থীদের মেধা যাচাই করার ক্ষেত্রে বিভাগ/ শ্রেণীকে একমাত্র ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ না করে প্রাপ্ত নম্বর এবং পয়েন্ট-এর ভিত্তিতে তা নিরূপণ করার সিদ্ধান্ত নিন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় দেশের সকল শিক্ষার দিক নির্দেশনা দান করে। হাজার হাজার শিক্ষক এবং ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষামন্ত্রণালয়ের সুচিন্তিত সঠিক সিদ্ধান্ত প্রত্যাশা করে। পাবলিক পরীক্ষার যে কোন ১টিতে তৃতীয় শ্রেণী গ্রহণযোগ্য এ ধরনের সিদ্ধান্ত যত শীঘ্র জারি করা হয়, তা বর্তমান সরকারের একটি শুভ পদক্ষেপ হিসাবে বিবেচিত হবে। হতাশাগ্রস্ত, বেকার, ডিগ্রীধারী ছাত্র-ছাত্রীদের বৃহত্তর স্বার্থে এ ব্যাপারে আর বিলম্ব মোটেই কাম্য নয়। প্রাপ্ত মোট নম্বরের ভিত্তিতেই বিভাগ/শ্রেণী নির্ধারিত হয়। তাই প্রাপ্ত নম্বর এবং পয়েন্টের ভিত্তিতেই একজন ছাত্রের মেধা যাচাই ও মূল্যায়ন করা যুক্তিসঙ্গত এবং বৈজ্ঞানিক। বিষয়টির প্রতি সুবিচার করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মোঃ আরিফ সাদেক,
ইংরেজী বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।